The Grand Bargain –

A Shared Commitment to Better Serve People in Need

Istanbul, Turkey

23 May 2016

উপরের লোগোসমূহ সেই সকল দাতা ও সাহায্য সংস্থার যারা মানবিক কর্মকান্ড আরো কার্যকরী করতে ১০ মুল কর্ম স্রোতের আওয়তায় ৫২ টি অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গ্রেন্ড বার্গেইন (Grand Bargain) সমাঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছেন। বিশ্ব ব্যাপী ক্রমবর্ধমান মানবিক চাহিদা পুরণে যে বিশাল পরিমান অর্থ/ তহবিল প্রয়োজন হবে যেগুলি যাতে মানবিক কর্মকান্ডে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয় সেটি নিশ্চিত করই এই সমোঝতামূলক প্রতিশ্রুতির মুল লক্ষ্য।

২৯১৫ সালে গ্রান্ড বারগেইন'র প্রথম প্রস্তাবনা করা হয় মানবিক অর্থায়ন বিষয়ক জাতিসংঘের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেলের আহ্বান করা উচ্চ পর্যায় প্যানেলের এক সভায়। যেখানে এ বিষয়ে "Too Important to Fail: Addressing the Humanitarian Financing Gap" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে গিয়ে বিশ্বব্যাপী মানবিক কার্যক্রমের চাহিদা এবং অর্থায়নের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান হচ্ছে তার সম্ভাব্য সমাধান করতে এ চুক্তি সম্পর্কীয় ধারণার অবতারণা করেন। বিশ্বনেতাগণ জাতিসংঘের নেতৃত্বে ২৯১৬ সালে তুরস্কের ইস্তানবুলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মানবিক কর্মকান্ড বিষয়ক সম্মেলনে (World Humanitarian Sammit-WHS) গ্রেন্ড বার্গেইন (Grand Bargain) সমাঝোতা স্মারকে উল্লেখিত প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রধান করেন এবং সম্মেলনের অন্যতম ফলাফল হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

নিম্নে ১০ টি কর্মস্রোতের আওতায় যে ৫২ টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দাতা ও সাহায্য সংস্থাসমুহ অঙ্গীকার করেছেন তা তুলে ধরা হলো। বাংলাদেশে আশ্রিত "বলপুর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের" জন্য পরিচালিত চলমান মানবিক কর্মকান্ডে এই ৫২টি প্রতিশ্রুতির বিপরিতে দাতা ও সাহায্য সংস্থাসমূহ নুন্যতম কি কি কাজ করতে পারে তার কিছু নির্দেশক উল্লেখ করা হলো। এগুলি খসড়া ও ছোট দলে আলোচনা করে তৈরি করা। কক্সবাজারে "বলপুর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের" জন্য পরিচালিত মানবিক কর্মকান্ডে যুক্ত দাতা ও সাহায্য সংস্থা, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও এবং সরকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সকলে মিলে এসব নির্দেশক চুড়ান্ত করা হবে। আশা করা যায় চুড়ান্ত করা নির্দেশকসমুহের বাস্তবায়নে এখানেও সমঝোতা তৈরি হবে।

দাতা ও সাহায্য সংস্থাসমূহের প্রতিশ্রুতি	**সম্ভাব্য নির্দেশক**
অধিকতর স্বচ্ছতা	
(১) ইস্তাম্বুল সম্মেলনের পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে সাহায্য সংস্থাসমূহ এবং দাতাদেরকে অবশ্যই মানবিক সাহায্য কর্মসূচিসমূহের উপর সময়মত, স্বচ্ছ, উন্মুক্ত এবং মানসম্পন্ন তথ্য প্রকাশ করতে হবে। আমরা IATI এর গৃহীত উদ্যোগকেই এক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করছি।	- বাংলাদেশের জন্য ব্যবহৃত ওয়েবসাইটে অনুমোদিত এফডি ৭ ও এফডি ৬ এর তথ্য প্রকা করতে হবে, ওয়েবসাইটে এর জন্য আলাদা সেকশন থাকবে। - জাতিসংঘ সংস্থসমূহ বাংলাদেশের জন্য ব্যবহৃত ওয়েবসাইটে তাদের সকল প্রকল্পের অনুমোদিত বাজেট, এ খাতে খরচ বিস্তারিত প্রকাশ করবে। - প্রকল্পগুলোর ব্যবস্থাপনা খরচ, অন্যান্য কার্যক্রমের খরচ এবং ইনপুট খরচেন তথ্য বিস্তারিত প্রকাশ করবে। - ওয়েবসাইটে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ব্যবহার করতে হবে।
(২) সংস্থা, পরিবেশ-প্রেক্ষাপট এবং কার্যক্রমের স্বাতন্ত্র্য বা প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণে অবশ্যই সঠিক তথ্য ব্যবহার এবং বিশ্লেষণ নিশ্চিত করা। (যেমন: সুরক্ষার ধরন, সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল ইত্যাদি।)	- মানবিক সহায়তার স্থানীয়করণের আলোকে এফডিএম এন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সংস্থার মানবিক সহায়তার পরিকল্পনা প্রকাশ করুন।
(৩) ডিজিটাল প্লাটফরম বা উন্মুক্ত তথ্য-কাঠামো ব্যবস্থা উন্নত করা যাতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা যায়;	- অর্থায়নের সব উৎস, মূল প্রকল্পের বাজেট বিবরণ এবং অর্থ বরাদ্দের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করুন।

দাতা ও সাহায্য সংস্থাসমূহের প্রতিশ্রুতি	সম্ভাব্য নির্দেশক
• দাতা এবং গ্রহীতা উভয় পর্যায় থেকেই জবাবদিহতার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত তথ্যসমূহে অভিগম্যতা এবং বিশ্লেষণ • সম্ভাব্য এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে উন্নতকরণ • কাজের চাপ কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ। ফলস্বরূপ দাতাগণ প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে একটি কমন বা সর্বসম্মত মান গ্রহণ করতে পারে। • আর্থিক প্রবাহের শৃংখল বা লেনদেনের কাঠামো অনুসরণ করে দাতা, তহবিল, অর্থপ্রবাহকে এবং সর্বোপরি উপদ্রুত জনগোষ্ঠী যাদের জন্য অর্থ প্রয়োজন তাদেরকে চিহ্নিত করণ	আপনি মূল দাতা থেকে কী পরিমাণ অর্থ পাচ্ছেন, এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের কত অর্থ দিচ্ছেন তা প্রকাশ করুন। - তথ্য প্রকাশের কোনও ব্যতিক্রম ছাড়া ওভারহেড এবং ব্যবস্থাপনা খরচ সম্বন্ধে সব স্তরে স্পষ্টভাবে অবহিত করুন।
(৪) সকল অংশীদারী সংগঠনসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা, যাতে তারা তথ্যসমূহে প্রবেশ এবং প্রয়োজনে প্রকাশ করতে পারে।	- স্থানীয় অংশীদারদের এবং মিডিয়াকে ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য বিশ্লেষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করুন।
জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের জন্য আরও অর্থায়ন কৌশল এবং সহযোগিতা প্রদান	
(৫) জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য মানে হলো জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা, বিশেষ করে যুদ্ধকালীন সংকট, দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাদুর্ভাব বা মহামারি এরকম প্রেক্ষাপটে সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের পরিকল্পনা, সময়মত ও প্রয়োজনীয় সাড়া প্রদান এবং সমন্বয় করার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। আমরা উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় এবং সহযোগিতামূলক চুক্তির মাধ্যমেই এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারি।	- জাতিসংঘ সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে ওভারহেড (প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন খরচ সহ) খরচ সংক্রান্ত নীতি প্রস্তুত করতে হবে। - জরুরি এবং আপদকালীন তহবিলের ব্যবস্থা। - অংশীদারিত্ব চুক্তির মধ্যে সালিসি ব্যবস্থা এবং যৌথ মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। - স্থানীয় সংস্থার বিদ্যমান নীতিগুলির প্রতি সম্মান করতে হবে।
(৬) স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের সাথে অংশিদারিত্ব সৃষ্টি এবং দায়িত্ব পালনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন প্রশাসনিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	- স্থানীয় এনজিও'কে সরাসরি অর্থায়ন প্রদানে দাতাদের অবশ্যই নীতিমালা তৈরি করতে হবে, যেমন: ECHO - মধ্যস্থতাকারী তহবিল ব্যভস্থপনায় যুক্ত সংস্থাসমূহের ভূমিকা হ্রাস করতে হবে, দাতাদেরকে সরাসরি বাস্তবায়ন অংশীদারদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া/মতামত নিতে হবে।
(৭) জাতীয় সমন্বয় ব্যবস্থার সম্পূরক এবং সহযোগিতামূলক কাজ করা, যাতে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে মানবিক নীতিমালাসমূহ সমুন্নত রাখা যায়।	- সরকারকে ISCG এবং SEG- এ নেতৃত্ব দেওয়া উচিৎ
(৮) বৈশ্বিক মানবিক সহায়তা তহবিলের কমপক্ষে ২৫% স্থানীয় এবং জাতীয় সাড়া প্রদানকারীদের কাছে সরাসরি প্রদান করা। এর ফলে উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর জন্য সেবার মান উন্নত	- দাতাদের, জাতিসংঘ সংস্থা এবং INGO গুলিতে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনা খরচ ক্রমাগত হ্রাসের একটি নীতি থাকতে হবে, যা সময়ের সাথে ক্রমাগত এবং

দাতা ও সাহায্য সংস্থাসমূহের প্রতিশ্রুতি	সম্ভাব্য নির্দেশক
হবে এবং তহবিল পরিচালন খরচও হ্রাস পাবে। প্রতিশ্রুত এই লক্ষ্যমাত্রা দাতা এবং সাহায্য সংস্থাসমূহকে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে।	ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। - কেন ৮০% না, জাতিসংঘ এবং INGOs দের মাঠ পর্যায়ে সরাসরি কাজ করা থেকে সরে আসতে হবে, যা স্থানীয় এনজিওদের জন্যই ছেড়ে দিতে হবে।
(৯) স্থানীয় এবং জাতীয় সাড়া প্রদানকারীদের কাছে সরাসরি তহবিল সঞ্চালন প্রক্রিয়া ও অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য IASC (Inter-Agency Standing Committee) এর সহযোগিতায় "Localization Marker" পদ্ধতির উন্নয়ন করা এবং তা দাতা এবং সাহায্য সংস্থাসমূহকে অনুশীলন করানো।	- **FDMN** এর জন্য মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানয়িকরণের নির্দেশক তৈরি করতে হবে।
(১০) স্থানীয় এবং জাতীয় সাড়া প্রদানকারীদের প্রদত্ত সেবার উন্নত মান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তহবিল ও অর্থায়ন কৌশলসমূহের ব্যবহার এবং কার্যকর অনুশীলন সকল ক্ষেত্রে নিশ্চিত কর।	. - জাতিসংঘ সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকল্প প্রস্তাব আহবানের বিস্তারিক স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকাশ করতে হবে, যেখানে জাতীয় ও এনজিও বা স্থানীয় এনজিওগুলি ছাড়া INGO ও অন্যান্য মধ্যস্থতাকারী সংস্থার জন্য আবেদনের কোন সুযোগ থাকবে না।
নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কর্মসূচির প্রসারে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করা	
(১১) পণ্য সহযোগিতা, সেবা (স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) সরবরাহ ইত্যাদি কৌশলের পাশাপাশি নগদ অর্থের নিয়মিত ব্যবহারও বৃদ্ধি করা, এক্ষেত্রে ফলাফল ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা।	- স্থানীয় জনসাধরণের জন্য কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ কর্মসূচি এবং এফডিএমনদের কাজের জন্য নগদ অর্থ/ক্যাশ ভাউচার
(১২) নতুন নতুন সরবরাহ মডেল উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা, যেখানে সহযোগিতার প্রতিটি ক্ষেত্র এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা ভালো চর্চাসমূহ এবং ঝুঁকি নিরসনের কৌশলসমূহ চিহ্নিত করা।	- ক্যাম্পের ভিতরে স্থাপিত দোকান এবং বিভিন্ন পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন করে, সেখানে জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী, ওষুধ, খাদ্য ইত্যাদি নগদ ভাউচারের মাধ্যমে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
(১৩) পণ্য সহযোগিতা, সেবা (স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) প্রদান ইত্যাদি কৌশলের তুলনায় নগদ অর্থায়ন কর্মসূচির তুলনামূলক দক্ষতা (খরচ-উপকার বিশ্লেষণ, প্রভাব এবং ঝুঁকির মাত্রা ইত্যাদি) পর্যালোচনার জন্য প্রমাণ সাপেক্ষ (Evidence Based) ব্যবস্থার উন্নয়ন করা	- ওয়েবসাইটে প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগীদের প্রতিক্রিয়া ও মমতামত প্রকাশ।
(১৪) নগদ অর্থায়ন কর্মসূচির মান উন্নয়ন এবং কার্যকর নীতিমালা তৈরির উদ্দেশ্যে সবাইকে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক তথ্য বিনিময় করা যাতে, এক্ষেত্রে ঝুঁকি এবং প্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে ভাল ধারণা নেওয়া সম্ভব হয়।	- নগদ অর্থ এবং ক্যাশ ভাউচার কর্মসূচি বিষয়ে শিখনগুলো আন্ত সংস্থা সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ।
(১৫) নগদ অর্থায়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয়, পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কৌশলসমূহ নিশ্চিত করা।	- নগদ অর্থ সংক্রান্ত কর্মসূচির মাসিক বিবরণ ওয়েবসাইটে সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। - নগদ অর্থ/ক্যাশ ভাউচার কর্মসূচির সুবিধাভোগীতের একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করতে হবে।
(১৬) নগদ অর্থায়ন কর্মসূচি বর্তমানে যে অবস্থায় বাস্তবায়িত হচ্ছে তার বাইরে নিয়ে যাবার লক্ষ্য নির্ধারণ করাতে হবে বিশেষ করে যেখানে যেটা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে কিছু সাহায্য	- নগদ অর্থ/ক্যাশ ভাউচার কর্মসূচি বিষয়ে সরকারের সঙ্গে এডভোকেসি করতে হবে।

দাতা ও সাহায্য সংস্থাসমূহের প্রতিশ্রুতি	সম্ভাব্য নির্দেশক
সংস্থা তাদের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।	
নিয়মিত বিরতিতে পর্যালোচনাসহ ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা	
(১৭) প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনার মাধ্যমে মানবিক সাহায্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও কার্যকারিতার মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ব্যবস্থাপনা খরচ কমিয়ে আনতে হবে। সাহায্য সংস্থাসমূহ ২০১৭ এর মধ্যে এ বিষয়ে তাদের বিস্তারিত পদক্ষেপসমূহ অবগত করবে। এখানে প্রযুক্তি ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো; • চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার • আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং মোবাইল ডিভাইসের ব্যবহার • উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর সাথে যোগযোগের জন্য কল সেন্টারের ব্যবহার এবং "এসএমএস" এর ব্যবহার • বায়োমেট্রিক্স এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী ইত্যাদি	- ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত / দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করতে হবে, যাতে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সেনাবাহিনী এফডিএমএন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে পারে, এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সহযোগিতা করতে পারে। - এফডিএমএন এবং স্থানীয় মানুষের জন্য বিদেশীদের প্রয়োজনীয়তার যাচাই করে দেখতে হবে। - বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞদের দক্ষতা যাচাই করে বিদেশী কমিয়ে আনতে হবে।
(১৮) উপদ্রুত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে অংশীদারিত্বমূলক চুক্তির অবতারণা এবং তাদের কাছে থাকা তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে খরচ এবং সময় হ্রাস সর্বোপারি তথ্যের পুনরাবৃত্তি হ্রাস পাবে।	- সাধারণ এনজিও এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলির জন্য পারস্পরিক মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত চুক্তি মান প্রণয়ন, যেমন প্রশাসন, অর্থায়ন, রিপোর্টিং, ডকুমেন্টেশন, আরবিট্রেশন ব্যবস্থা ইত্যাদি।
(১৯) ২০১৭ সালের মধ্যে একটি স্বচ্ছ এবং তুলনামূলক খরচ কাঠামোর অবতারণা করতে হবে।	- জাতিসংঘ সংস্থা, রেডক্রস-ক্রিসেন্ট, আইওএম এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জন্য একই ধরনের খরচ কাঠামো রাখা। - জাতীয় ও স্থানীয় এনজিওর জন্য একই ধরনের খরচ কাঠামো তৈরি করা। - সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রশাসনিক খরচ, কর্মসূচির অন্যান্য খরচ এবং ইনপুট খরচের অনুপাত প্রকাশ।
(২০) লজিস্টিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পণ্য এবং সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়-দক্ষতা উন্নয়ন করতে হবে যাতে ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি না হয়। যৌথ ক্রয়-পদ্ধতি এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালার উন্নয়ন বিভিন্ন সাহায্য সংস্থাসমূহের মধ্যে তুলামূলক অগ্রাধিকার সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে, উদ্ভাবনকে প্রণোদনা দিতে পারে এবং খরচ কমিয়ে আনতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে; • পরিবহন এবং ভ্রমণ	- জাতিসংঘ, এনএনজিও এবং এলএনজিওগুলির জন্য কক্সবাজারে সাধারণ পরিবহন হাব স্থাপন, যেখান থেকে অর্থের বিনিময়ে যে কেউ সেবা নিতে পারে। যেমন প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৫/৬ বার গাড়ি কক্সবাজার থেকে উখিয়া ও টেকনাফের উদ্দেশ্যে যাবে, আবার ৫/৬ বার টেকনাফ ও উখিয়া থেকে কক্সবাজার ফিরে আসবে।

দাতা ও সাহায্য সংস্থাসমূহের প্রতিশ্রুতি	সম্ভাব্য নির্দেশক
• যানবাহন এবং জাহাজ ব্যবস্থাপনা • বীমা এবং জাহাজীকণ • একটি কমন ক্রয় পাইপলাইন বিশেষ করে খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্য, আশ্রয়ন, পানি ও পয়ঃ-নিষ্কাশন ইত্যাদি • তথ্য সেবা, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ সেবা।	
(২১) নিয়মিত কার্যকর যৌথ তদারকি এবং কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করে ভিন্ন ভিন্ন দাতার মূল্যায়ন, যাচাইকরণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া কমিয়ে আনা	- দাতাসংস্থা / জাতিসংঘ / মধ্যবর্তী তহবিল সংস্থা এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের সাথে যৌথ নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন দল গঠন এবং কার্যকর করা।
যৌথ এবং নিরপেক্ষ চাহিদা পর্যালোচনা ব্যবস্থার উন্নয়ন	
(২২) প্রতিটি সংকটকে চিহ্নিত করে একটি একক ও বহু-খাতভিত্তিক এবং পদ্ধতিগতভাবে অত্যন্ত উন্নত এমন একটি চাহিদা নিরূপণ ব্যবস্থা অবতারণা করতে হবে যেখানে কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কিভাবে সাড়া দেওয়া ও অর্থায়ন করা যায় তার নির্দেশনা থাকবে। আর এভাবেই বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক এককভাবে করা চাহিদা নিরূপণের সংখ্যা হ্রাস পাবে।	- যৌথ চাহিদা যাচাই অবশ্যই সরকারি বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, FDMN এবং স্থানীয় জনসাধরণের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে - সহজ বাংলায় রিপোর্টিং করতে হবে।
(২৩) সামঞ্জস্যতা, গুণগত মান ও তুলনা নিশ্চিত করার জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবনযাত্রার নিবিড়তা কমানোর লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ এবং সমন্বয় সাধন। হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিম এবং ক্লাস্টার / সেক্টরের পূর্ণ সম্পৃক্ততা সহ হিউম্যানিটারিয়ান কোঅর্ডিনেটর/আবাসিক কোঅর্ডিনেটরের নেতৃত্বে এবং সম্ভব হলে আকস্মিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক একটি স্বচ্ছ, সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার সার্বিক মূল্যায়ন পরিচালনা।	- সেক্টর অনুযায়ী চাহিদা, ভৌগোলিক চাহিদা এবং ঝুঁকির ম্যাপিং ওয়েব ভিত্তিক ডেটা ব্যাংক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা। - প্রতিটি ক্যাম্পে এবং প্রতিটি সরকারি সেক্টরে এই ধরনের ডেটা ব্যাঙ্ক প্রদর্শিত হবে
(২৪) চাহিদা নিরূপণের তথ্যসমূহ নিয়মিত এবং সময়মত বিনিময় করতে হবে যেখানে সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা বিষয়ক সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে সঠিক কৌশলের অবতারণা থাকবে। অনুমিত সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ, প্রক্ষেপণ এবং পরিমাপ করার জন্য প্রয়োজনে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।	- জেআরপিকে একটি নিয়ত পরিবর্তনশীল ডকুমেন্ট হিসাবে বিবেচনা করা। - আরআরআরসি জনসাধারণ এবং ভৌগোলিক তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎবাণী করবেন।
(২৫) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী বিশেষ করে স্বচ্ছতা, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে করার জন্য ক্লাস্টারসমূহে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং স্বাধীন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে।	- স্থানীয় সম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সমন্বয়। বিশেষজ্ঞ যাচাই করার ক্ষেত্রে সরকারি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
(২৬) প্রমাণ-সাপেক্ষ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে খাত-ভিত্তিক মানবিক সহযোগিতার অগ্রাধিকার খাতসমূহকে চিহ্নিত	- আই এস সি জি দ্বারা FDMN এবং হোস্ট কমিউনিটি এর ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে সঙ্গতি রেখে

দাতা ও সাহায্য সংস্থাসমূহের প্রতিশ্রুতি	সম্ভাব্য নির্দেশক
করতে হবে। IASC এর মানবিক সাড়া দেওয়ার জন্য গৃহীত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, সাহায্য সংস্থাসমূহের আবাসিক প্রতিনিধির প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে "প্রমাণ-ভিত্তিক সাড়া দেওয়ার পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার বাস্তবায়ন খাত" চিহ্নিত করা।	পরিকল্পনা
(২৭) চাহিদা নিরূপণে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসকল পর্যবেক্ষণের ব্যবহার প্রক্রিয়ার উপর স্বাধীর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন থাকতে হবে। এতে করে চাহিদা নিরূপণ কর্মসূচির উপর স্টেকহোল্ডারদের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।	- পর্যালোচনার জন্য স্থানীয় সম্পদ এবং বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে।
(২৮) উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় সরকার এবং সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে ঝুঁকি এবং বিপদাপনড়বতা বিশ্লেষণ করতে হবে। এতে করে মানবিক এবং উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সময় মানবিক নীতিসমূহকে সমন্বিত করার সুযোগ থাকবে।	- FDMN এবং হোস্ট কমিউনিটি সবার জন্য FD 7 ও FD 6
অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তনঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা	
(২৯) দেশীয় পর্যায়ে মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত কমিউনিটিসমূহের মধ্যে নেতৃত্ব এবং সুশাসন অনুশীলন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে সংকটকালীন সময়ে তারা উপদ্রুত/আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে সকল কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে এবং তাদের কাছে জবাবদিহিতা প্রদর্শন করতে পারে।	- ক্যাম্প ভিত্তিক সমন্বয় সভা FDMN প্রতিনিধি এবং সরাসরি সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে এবং তাদের কথা শুনতে হবে। - হোস্ট সম্প্রদায় এবং FDMN লোক সহজ উপায়ে কাজ, সংস্থা, গুণমান, পরিমাণ এবং পরিকল্পনা সম্বন্ধে ব্রিফিং পাবেন। ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়কে জানাতে এমনকি বার্মা এবং বাংলা ভাষার লিফলেট বিতরণ করতে হবে।
(৩০) মানবিক কর্মকাণ্ডে বিপদাপন্ন বা উপদ্রুত কমিউনিটিকে সম্পৃক্তকরণ এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য একটি সর্বজনীন ও সমন্বিত নীতিমালার উন্নয়ন করতে হবে, যেখানে তথ্য বিনিময়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা চর্চার বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্ট থাকবে।	- জাতিসংঘের সংস্থা, এনএনজিও, এলজিওসহ সকল সংস্থার জন্য এফডি এর প্রস্তাব প্রক্রিয়া একই রকম করা।
(৩১) স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনাকে প্রণোদনা দিতে হবে এবং এই প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে হবে	- অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যবস্থা সক্রিয় রাখা। সকল ক্ষেত্রে অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যবস্থা রাখা।
(৩২) কমিউনিটি ফিডব্যাক এবং সংশোধীনসমূহের মধ্যে	- প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগীদের সন্তোষ্টির মাত্রা জানার

দাতা ও সাহায্য সংস্থাসমূহের প্রতিশ্রুতি	সম্ভাব্য নির্দেশক
সংযোগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা	নিয়মিত জরিপ এবং সেই জরিপের ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।
(৩৩) কর্মসূচিসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন সম্ভব জন্য নমনীয় নীতি গ্রহণ করতে হবে।	- জরুরি অবস্থা মোকাবেলা এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আপদকালীন তহবিলের ব্যবস্থাকরা।
(৩৪) সময়মত অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।	- প্রকল্প প্রস্তাবনায় ফিডব্যাক, অভিযোগ নিষ্পত্তি, মূল্যায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।
(৩৫) ২০১৭ সালের মধ্যে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, সকল মানবিক পরিকল্পনা এবং কৌশলগত পর্যবেক্ষণসমূহ কমিউনিটি ফিডব্যাকসমূহ বিবেচনা করে সম্পন্ন হয়েছে।	- প্রকল্প প্রক্রিয়ায় বয়স, লিঙ্গ এবং অন্যান্য বিপদাপন্নতার বিষয়টি বিবেচনা করা।
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত সহযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা	
(৩৬) দীর্ঘময়োদী, যৌথ-উদ্যোগ এবং নমনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করাসহ অর্থায়ন নীতিমালা গ্রহণ এবং অনুশীলন করতে হবে যেটা কর্মসূচির দক্ষতা, কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে। একই সাথে সাহায্য গ্রহীতারা তাদের স্থানীয় উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমেও একই অর্থায়ন নীতিমালা গ্রহণ করার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে।	- FDMN এবং স্থানীয়দের জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।
(৩৭) ২০১৭ সালের মধ্যে উপরোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কমপক্ষে পাঁচটি দেশে অর্থায়ন করা যেতে পারে, যেখানে যৌথ পরিকল্পনা, দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে বাস্তবায়িত মানবিক কর্মকাণ্ডে সাড়া প্রদান কার্যক্রমের উপর ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা সম্ভব হতে পারে।	
(৩৮) বর্তমান সমন্বয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে, মানবিক এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে ঝুঁকি এবং চাহিদা বিশ্লেষণের তথ্য বিনিময় করতে হবে যাতে উভয় সেক্টরের কাজগুলোকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত করে মানবিক ও উন্নয়ন ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়।	- প্রয়োজন এবং ঝুঁকি যাচাই প্রক্রিয়ায় মানবিক সহায়তা এবং উন্নয়ন বিষয়টি বিবেচনা করে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
দাতাদের অর্থায়ন বা বরাদ্দকৃত তহবিল কোন কর্মসূচির জন্য সুনির্দিষ্ট করার চর্চা যথাসম্ভব সীমিত করা	
(৩৯) কিভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে এসকল সুনির্দিষ্ট খাত-ভিত্তিক বরাদ্দ এবং নমনীয় খাত-ভিত্তিক বরাদ্দসমূহের উপর প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন তৈরি করা যায় তা বাৎসরিক ভিত্তিতে এবং যৌথভাবে চিহ্নিত করতে হবে। তবে এই উদ্যোগ এবং প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া ২০১৭ সালের শেষ দিকে বাস্তবায়ন করতে হবে।	- FDMN এবং জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে, দাতা সংস্থার প্রয়োজনের যেন প্রকল্প গ্রহণ করা না হয়। এফডিএমএনরা সহজ উপায়ে কাজ, সংস্থা, কাজের গুণমান, পরিমাণ এবং পরিকল্পনা সম্বন্ধে জানতে পারেন, তা সকল প্রকল্পের কাজে যুক্ত থাকতে হবে।
(৪০) আঞ্চলিক এবং সরকারি সংস্থাসমূহকে যথাসম্ভব খাত-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট অর্থায়নের চর্চা ও পরিমাণহ্রাস করতে হবে। একই সাথে সাহায্য সংস্থাসমূহ যারা তাদের সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ করে থাকে তাদেরকেও এই চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।	- দাতা এবং সরকারকে বাজেট এবং কার্যক্রম পরিবর্তন বিষয়ে নমনীয় থাকা উচিত। - জাতিসংঘ, এনজিও এবং আইএনজিও অর্থ প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে নমনীয় হতে সরকারের সঙ্গে এডভোকেসি করা।
(৪১) স্বচ্ছতার অনুশীলন হতে হবে, দাতাদের সাথে সকল প্রকার তথ্য বিনিময় নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি এমন	- দাতাদের তথ্য মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত হওয়া উচিত এবং দাতাসংস্থার অভিযোগ

দাতা ও সাহায্য সংস্থাসমূহের প্রতিশ্রুতি	সম্ভাব্য নির্দেশক
একটি রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে যার মাধ্যমে কোন প্রকার খাত-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট অর্থায়ন না করে বরং খাত-বহির্ভূতভাবে যে কোন জরুরি প্রয়োজন বা সাড়া প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা যায়।	নিষ্পত্তি নীতিমালা প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত।
(৪২) মানবিক সাড়া প্রদান কার্যক্রম পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট খাত-বহির্ভূত অর্থায়ন কার্যক্রম এবং নমনীয় অর্থায়ন বিষয়সমূহ দৃশ্যমান করতে হবে যাতে করে দাতা সংস্থাসমূহ বিষয়গুলোকে গ্রহণ করে এবং সে অনুসারে তাদের অবদান রাখতে পারে।	- অর্থায়নের ধরন এবং তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।
(৪৩) দাতা সংস্থাসমূহ মানবিক কর্মকাণ্ডে সুনির্দিষ্ট খাত-ভিত্তিক বরাদ্দ বা অর্থায়নের চর্চাকে অগ্রাধিকারভাবে কমিয়ে আনবে এবং ২০২০ সালের মধ্যে খাত-বহির্ভূত অর্থায়ন কার্যক্রম এবং নমনীয় অর্থায়ন মোট মানবিক বরাদ্দের কমপক্ষে ৩০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	- মানবিক সহায়তার জন্য শতকরা ৮০% ভাগ তহবিলকে নমনিয়/ পরিবর্তন যোগ্য বাজেট আকারে রাখতে হবে। যাতে চাহিদা মতো পরিবর্তন করা যায়।
প্রতিবেদন প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়াকে সহজ এবং সরলীকরণ করা	
(৪৪) ২০১৮ সালের মধ্যে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সহজীকরণ এবং সরলীকরণ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদনের আকার কমিয়ে আনা, সকল ক্ষেত্রে একক পরিভাষা ও সহজ পরিভাষার ব্যবহার এবং একটি গ্রহণযোগ্য সার্বজনীন প্রতিবেদন কাঠামোর প্রতি নজর দিতে হবে।	- কর্মসূচি/আর্থিক বিবরণীর জন্য সহজ রিপোর্টিং ব্যবস্থা থাকতে হবে। - এনজিও ও স্থানীয় এনজিওর জন্য একই রিপোর্ট ফরম্যাট থাকবে। - ভিন্ন ভিন্ন ডোনারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক বা কর্মসূচির প্রতিবেন করা যাবে না। সাধারণ ফরমেট হবে।
(৪৫) প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে বিশেষ করে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং সেখানে প্রবেশাধিকার সহজ হয়।	- সকল দাতা সংস্থা এবং জাতিসংঘ সংস্থার জন্য সহজ রিপোর্টিং ফরম্যাটের পাশাপাশি সহজ প্রযুক্তি থাকতে হবে।
(৪৬) প্রতিবেদন প্রণয়নের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে খুব সহজেই এর মাধ্যমে কর্মসূচির কাংক্ষিত ফলাফল তুলে নেওয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষণসমূহ চিহ্নিত করা যায়	- রিপোর্টি ব্যবস্থা, তথ্য- উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর আগেই ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সাধারণ ছকে সকল ডোনারে জন্য প্রতিবেদন করার ব্যবস্থা রাখা।
মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সংযোগ বৃদ্ধি করা	
(৪৭) আমাদেরকে অবশ্যই বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজি'তে অবদান রাখার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। সে প্রেক্ষিতে দীর্ঘমেয়াদে যাতে মানবিক চাহিদার পরিমাণ কমে আসে তার প্রেক্ষাপটেই বর্তমান সম্পদ এবং সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। দুর্যোগকালীন অবস্থা পুনরুদ্ধারে আমাদের কী পরিমাণ সম্পদ থাকতে পারে তা পূর্বেই অনুমান করতে হবে এবং তার ভিত্তিতেই প্রস্তুতি, প্রতিরোধ এবং প্রশমন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষমতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। আর এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাহায্য সংস্থাগুলোকেই উক্ত বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা করবে তা হওয়া উচিৎ নয় বরং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়, নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারী খাত সকল পর্যায়েই চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে।	- প্রকল্প প্রস্তাব মানবিক এবং উন্নয়ন উদ্যোগ এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা বিষয়টি বিবেচনা করব।

দাতা ও সাহায্য সংস্থাসমূহের প্রতিশ্রুতি	সম্ভাব্য নির্দেশক
(৪৮) শরণার্থী এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অভ্যন্তরীণভাবে স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর সমস্যার টেকসই সমাধানে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। অভিবাসন এবং ফেরৎ আসা জনগোষ্ঠীর জন্য আশ্রয় প্রদানকারী দেশসমূহকে অবশ্যই টেকসই সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।	- এফডিএমএন পাশাপাশি হোস্ট কমিউনিটির জন্য অনুপ্রেরণামূলক অর্থায়ন করতে হবে, যাতে তারা ক্ষতি এবং দীর্ঘদিনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করতে পারে। - এয়ানমার যাতে তাদের নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে সেজন্য বিশ্বব্যাপী অধিপরামর্শ করতে হবে।
(৪৯) সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিসর বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী করতে হবে। এক্ষেত্রে, বিশেষ করে একটি বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া বা সহনশীলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যার আত্মীকরণ ক্ষমতা ও কৌশলকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে।	- স্থানীয় জনগগোষ্ঠীর টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে, এবং তাদের মধ্যে মানবাধিকারের সংস্কৃতির প্রচারের জন্য অর্থায়ন করা উচিত।
(৫০) বিভিন্ন ধরনের বিপদাপন্নতা এবং বহুমুখী সমস্যাসমূহের উপর সাহয্যকারী সংস্থাসমূহকে অবশ্যই যৌথভাবে গবেষণা এবং বিশ্লেষণ করতে হবে এবং প্রয়োগযোগ্যতার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী এবং সমস্যা নিরসনে বহুমুখী কর্মপরিকল্পনাও করতে হবে। তবে এ ধরনের গবেষণা, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অবশ্যই হতে হবে যৌথভাবে আঞ্চলিক, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের ভিত্তিতে যাতে করে সকলেরই উদ্দেশ্য অর্জন হয়।	- কর্মসূচি পরিকল্পনা এবং সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকার, জাতিসংঘ, দাতাদের, INGOs, এনজিও এবং সর্বাধিক প্রভাবিত জনগোষ্ঠীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
(৫১) সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহকে নতুন করে বিশ্লেষণ করতে হবে সকল স্টেকহোল্ডার বিশেষ করে বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাতসমূহকে যুক্ত করার মাধ্যমে নতুন অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করতে হবে। এতে করে সংকটকালীন অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য সম্পদ এবং সামর্থ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।	- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নগদ অর্থ ভিত্তিক কর্মসূচি, তথ্য উপাত্ত ব্যবস্থাপনা, ইনপুট সহায়তা বিষয়ে বেসরকারি খাতকে অধিকতর সম্পৃক্ত করতে হবে। - ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বেসরকারি খাতের সামাজিক দায়িত্বশলিতাকে কাজে লাগাতে হবে।